দশম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ১৯ চৈত্র ১৪২৩, ২ এপ্রিল ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভাই ও বোনেরা,
তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

দশম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। দেশের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশু, তাদের পরিবার, সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। একইসঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং নির্যাতিত দুই লাখ মা-বোনকে।

সুধিবৃন্দ,

অটিজম বিষয়টি আমাদের সমাজে এখন নতুন নয় এবং এর ব্যাপ্তিও অনেক। অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিগণ আমাদের পরিবার ও সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশুদের সংখ্যাও বাড়ছে। তাদের বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে আমরা বিশেষ মনোযোগী। এই সব কোমলমতি শিশুদের চাহিদাসমূহকে মাথায় রেখে তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হলে এরাও দেশের অমূল্য সম্পদে পরিণত হবে।

সুধিবৃন্দ,

কয়েক বছর আগেও বাংলাদেশে অটিজম সম্পর্কে মানুষের তেমন কোন ধারণা ছিল না। আমার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ-এর নিরলস প্রচেষ্টায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অটিজম এর গুরুত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে এখন বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন। তাঁর উদ্যোগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশু ও তাদের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং আর্থ-সামাজিক সহায়তা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অটিজম সচেতনতা ও জনস্বাস্থ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালে সায়মা ওয়াজেদ-কে 'এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ অ্যাওয়ার্ড'- এ ভূষিত করে। সম্প্রতি সায়মা 'ইউনেস্কো-আমির জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহ পুরস্কার' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য তাঁর কাজের স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সমাদৃত হয়েছে। যা আমাদের জন্য বিরল সম্মান বয়ে এনেছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর সায়মা ওয়াজেদ-এর পরামর্শে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের কল্যাণে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন শুরু করি।

অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' পাশ করেছি এবং এই আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করেছি। আমরা তাদের ভবিষ্যত জীবনের কথা বিবেচনায় নিয়ে এই আইনের আওতায় একটি নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন করেছি। ট্রাস্টের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে আমরা ৪১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়েছি এবং পরবর্তীতে বরাদ্দের পরিমাণ আরও বাড়ানো হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের কাজ চলছে।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে Disability Information System সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এতে দেশব্যাপী 'প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ' কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫ লাখ প্রতিবন্ধীর ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

শিক্ষাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা ২০১০ সালে একটি বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশুকে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে দূরে রাখা যাবে না'।

অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন সকল শিশু সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে। ফলে এধরনের সকল শিশুরা নিজ পরিবার থেকে বাড়ীর নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে সাধারণ শিশুরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সাথে মিশে মানুষের ভিন্নতা সম্পর্কে জানবে এবং ভিন্নতাকে মেনে নেওয়ার শিক্ষা পাবে।

শিশুরা ছোটবেলা থেকেই সহনশীলতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের শিক্ষা লাভ করবে। এতে গোটা সমাজ ব্যবস্থাই উপকৃত হবে।

সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালার আওতায় ৬২টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৮ হাজার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'ন্যাশনাল একাডেমী ফর অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটিস' স্থাপনের কাজ চলছে। এখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সকল শিশুদের একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এসকল শিশুদের বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সুবিধার্থে ক্রমান্বয়ে সকল বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নির্মাণ করা হচ্ছে। অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন, মূক ও বধির শিশুদের সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

নতুন বছরের প্রথম দিন আমাদের শিশুরা বই উৎসব পালন করে। একই দিনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতেও আমরা ব্রেইল বই তুলে দিচ্ছি।

নিবিড় শিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের ৭০ হাজার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের জন্য বাংলা একাডেমি বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস সমৃদ্ধ ব্রেইল বই প্রকাশ করছে।

সুধিবৃন্দ,

অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের বিনামূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার ও একটি 'স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন ও উইথ অটিজম' স্থাপন করা হয়েছে। এখানে প্রায় ৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কমপ্লেক্স নির্মিত হচ্ছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশু শনাক্তকরণসহ বিনামূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যান চালু রয়েছে।

বিনামূল্যে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের থেরাপী-সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল জেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার) স্থাপন করা হয়েছে। এসব জায়গায় একটি করে অটিজম ও এনডিডি কর্ণারও চালু করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সারাদেশে আমরা সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছি এবং এগুলো আধুনিকায়নের পদক্ষেপ নিয়েছি।

২০১১ সাল থেকে ঢাকা শিশু হাসপাতাল এবং ১৫টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ ২২টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সমস্যাজনিত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। আগামীতে এ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হবে।

অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম' এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রতিবন্ধী শিশু, নারী ও প্রবীণ ব্যক্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সকল কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তিরাও বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে কম্পিউটার, ইন্টারনেটেও অন্য সবার মতোই সমান পারদর্শিতার সাথে কাজ করতে সক্ষম।

প্রতিবন্ধীবান্ধব সফটওয়্যার, অডিও-ভিডিও শিক্ষা উপকরণ, অবকাঠামো, প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে আমি সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি ।

সুধিমন্ডলী,

অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং পরিবারে ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে কর্মসংস্থানের বিকল্প নেই।

অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ব্যক্তির ভিন্নতাসম্পন্ন চাহিদাকে অনেক চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠান অক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করে। কাজের প্রতি এসকল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের একাগ্রতা থাকে অনেক বেশি এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতিও অন্যদের তুলনায় সন্তোষজনক।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে তাদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করার কাজ চলছে। এ ছাড়াও বিসিএসসহ সকল শ্রেণির সরকারি চাকুরিতে অটিজমসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটা সংরক্ষিত রয়েছে।

অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য আমি সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রিয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের রয়েছে অনন্য প্রতিভা। আপনাদের প্রতিভাকে বিকশিত করাই আমাদের লক্ষ্য। বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন, ডারউইন, নিউটন জীবনের একটা সময় অটিজমের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন। সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী উইলিয়াম বাটলার ইয়টস্, ড্যানিস কবি হ্যানস্ এন্ডারসন, সুরস্রষ্টা বিথোভেন, মোজার্ট প্রতিবন্ধী ছিলেন। বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস্ আজীবন প্রতিবন্ধী থেকেও তাঁর আবিস্কার থেমে থাকেনি।

আপনারা প্যারা অলিম্পিক ও স্পেশাল অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। তাই আমরা অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের জন্য ঢাকার অদূরে সাভারে ১২ একর জমিতে ৩১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স' নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি।

সুধিবৃন্দ,

আসুন আমরা অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়াই। তারা আমাদেরই আপনজন।

আমি বিশ্বাস করি, সকলের সমন্বিত উদ্যোগ ও উপযোগী পরিবেশ পেলে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠে আমাদের জন্য অপার সম্ভাবনা বয়ে আনবে।

সকলকে সাথে নিয়ে আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করব। একটি বৈষম্যহীন, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলব।

বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন শিশুদের মা-বাবা, অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান, আপনারা আপনাদের এধরনের শিশুদের বোঝা হিসেবে না ভেবে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। দেখবেন আস্তে আস্তে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...